ফিরে যাবার উপায়তো আর নেই –

মাহমুদা রুনু

তুমি অনিমেষে চেয়ে দ্যাখোনা প্রিয় !
ভরপুর জ্যোৎস্নার প্লাবনে
সপ্তসুরের ঢেউয়ে উছলিত
আমার গাঁয়ের কুলছোয়া
নদীকে ।
দ্যাখো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সবুজের
ঢেউতোলা চাবাগানের বুক চিরে
শান্ত জলাধারে –
অজস্র লাল পদ্ম ।
দ্যাখো প্রিয় –
রাঙামাটির রঙ্গে হাজার তারের বীনায় বাজে
অনিন্দিতা পাহাড়ী গান ।
দক্ষিনের বেলাভুমি ভিজে যায়
লোনা জলের আসা যাওয়ায় ।

তুমি সেখানেই থেক, আমি আসবো ।
দুরের দুরত্ব নিশ্চিহ্ন করে
অন্তরের অন্দর আঙ্গিনায় ।

দুরবীন দিয়ে দেখা হয়না ।
অত ক্ষুদ্র দুটো অক্ষিগোলকে
ধরে উঠতে পারেনা
বিশাল বিপুল আমাদের দেখার প্রান্ত র ।
অন্তরচক্ষু খুলে দ্যাখো প্রিয় ।
আমরা ওখানেই আছি ।
আছি স্বর্নলতার সোনা ছোয়ায়,
বাউলের একতারায়,
কৃষ্ণচুড়ার রক্তলালে,
বর্ষার ভরা নদীতে,
শীতের ভাপা পিঠায় ।

আমরা ওখানেই আছি ।
যেখানে মায়ের দুধেও নামে খরা,
অকল্পনীয় হাভাতে –

পথকলিরা বেলফুল বিকোয়
পেটের ক্ষুধায় ।
শিক্ষার আলো নিবু নিবু হোয়ে জ্বলে ।
বুদ্ধিজীবি স্বত্তাকে বিকোয় বিবেকের দামে ।
প্রহসনের বিচারক দর্পভরে চলে
রক্তভেজা মাটিতে পা দিয়ে ।

ওখানেই লেখা আছে আমার পরিচয় ।

প্রশান্ত মহাসাগেরের বেলাভুমি ভেজা
মাটিতে পা ভিজিয়ে
ধিককৃত করি নিজেকে ।
জগৎশ্রেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট
ঝোলে সুদৃশ্য দেয়ালে ।
নিজের সৌভাগ্য মাপি
সাফল্যের ঠুনকো মাপকাঠিতে ।
আহারে ! আহারে! আহারে মুঢ় !
সত্য এই -
ফিরে যাবার উপায়তো আর নেই ।

অনিমেষে অবিরল অনন্তকাল
স্বপ্নেরা পদ্মকলি হোয়ে ভাসবে সেই ঝিলটায় ।
তোমার আমার মতো করে
ভালবাসাবাসির গল্পের মানব হোয়ে ।
দীঘির জলে জলকেলি করা রাজহাঁস হোয়ে,
বেলাভুমি ভেজা তরঙ্গ হোয়ে,
ভোরের বাতাসে ‘আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম ‘
অপরুপ সুরের প্রার্থনায় নুয়ে ।

হৃদয় বাঁধে সাধ্য কার
সীমান্তের কাটাতারে ?

হাহাকার-ক্লান্ত হৃদয় ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে
অন্তর চোখ মেলে দেখে ।
দেখে আকুল হয় ।
আহারে ! আহারে! আহারে মুঢ় !
সত্য এই -
ফিরে যাবার উপায়তো আর নেই ।

২০ নভেম্বর ২০০৮